যুগান্তর

তারিখ 15 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মঠবাড়িয়ায় একই ইউনিয়নে

দুটি কলেজ নিয়ে ধূম্রজাল

পিরোজপুর প্রতিনিধি

পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার একটি ইউনিয়নে দুটি বেসরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠা নিয়ে চলছে নানা নাটক। এ নিয়ে এলাকার জনসাধারণ, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ধূম্রজালের। একই এলাকায় ওই দুটি কলেজকেই অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে স্থানীয় সরকারদলীয় সংসদ সদস্যের ডিও লেটার দেয়ার কারণে ওই নাটকের সৃষ্টি হয়েছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মঠবাড়িয়া উপজেলার তুষখালী ইউনিয়নে তুষখালী কলেজ নামে একটি বেসরকারি কলেজের অনুমোদন নিয়ে ২০১০ সালের মার্চ মাসে কলেজটি চালু করেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ইউপি চেয়ারম্যান শাহজাহান হাওলাদার। এর মাত্র দু'মাস পরে নানা সমস্যার কারণ দেখিয়ে তিনিই ফের মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে কলেজের অনুমোদন বাতিল করান। পরে ২০১২ সালের ৯ জুলাই তিনি একই এলাকায় তার বাবার নামে হাজী হোসেন আলী হাওলাদার কলেজ নামে অন্য আর একটি কলেজ অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য ডা. আনোয়ার হোসেনের ডিও লেটার নিয়ে আবেদন করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বরিশাল বোর্ড ২০১৩ সালের ২ জানুয়ারি কলেজ অনুমোদন দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট পাঠায়। রিপোর্টের ভিত্তিতে চলতি বছরের ২৮ মে হাজী হোসেন আলী হাওলাদার কলেজ পাঠদানের অনুমতিসহ কলেজ পরিচালনার অনুমোদন পায়। পরে স্থানীয় নজরুল শরীফসহ একটি গ্রুপ তুষখালী কলেজের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। ওই আবেদনেও স্থানীয় সংসদ সদস্য আনোয়ার হোসেন ডিও লেটার দেন। আবেদনের ভিত্তিতে চলতি বছরের ৯ জুন মন্ত্রণালয় থেকে তুষখালী কলেজকে অনুমোদন দেয় এবং হাজী হোসেন আলী হাওলাদার কলেজের অনুমোদন বাতিল করে।

দুটি কলেজকেই এমপির ডিও লেটার

তুষখালী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও হাজী হোসেন আলী হাওলাদার কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শাহজাহান হাওলাদার জানান, একই এলাকায় দুটি কলেজকে এমপির ডিও লেটার দেয়ার বিধান নেই। তিনি বলেন, প্রথমে আমার কলেজকে ডিও লেটার দিয়েছিলেন সংসদ সদস্য। পরে অদৃশ্য প্রভাবে নজরুল শরীফসহ কয়েকজন আরেকটি কলেজের অনুমোদনের জন্য ডিও লেটার নিয়ে এবং উচ্চপর্যায়ে তদবির করে আমার প্রতিষ্ঠিত কলেজের অনুমোদন বাতিল করানো হয়েছে।

একই এলাকার দুটি কলেজকে এ ধরনের ডিও লেটার প্রদান করার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সংসদ সদস্য ডা. আনোয়ার হোসেন বলেন, তুষখালী কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হাজী হোসেন আলী মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হয়। পরে স্থানীয় জনগণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ওই কলেজটি বন্ধ করে তুষখালী কলেজকে আবার চালুর সুপারিশ করেছি মাত্র।